‘জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম’ থেকে চয়নকৃত

নবিজির পরশে সালাফের দরসে

লেখক
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী رحمه الله

অনুবাদ ও সংক্ষেপন

হাফিজ আল মুনাদী
ফারহীন জান্নাত মুনাদী

সমর্পণ প্রকাশন

কিছু কথা

বিশ্বজগতের একক স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রশংসা। মানবজাতি হিসাবে তিনি আমাদেরকে অসংখ্য সৃষ্টিজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্বজগতের সবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাত বানিয়েছেন।

রাসূল ﷺ - এক আলো; যে আলোর বিচ্ছুরণ সর্বত্র— কথায়-কাজে, চলনে-মননে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর অনুপম শিক্ষা ও অনুসরণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও মুজিযা হলো 'জাওয়ামিউল কালিম'। জাওয়ামিউল কালিম অর্থ—অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ প্রকাশ বা ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কথা বলার সক্ষমতা। ইমাম যুহরী রহ. বলেন, আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কিতাবে কিতাবে নাযিল করেছেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এ উম্মাতকে সে জ্ঞান ও সে প্রজ্ঞা দিয়েছেন এক শব্দে, এক বাক্যে বা এক লাইনে। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' দান করা হয়েছে। এই জাওয়ামউল কালিম দু' ধরনের—

১। ব্যাপক অর্থবোধক কুরআনের আয়াত
২। ব্যাপক অর্থবোধক মৌলিক হাদীস

ব্যাপক অর্থবোধক একটি আয়াতের দৃষ্টান্ত দেখুন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও আত্মীয়দেরকে দানের নির্দেশ দিচ্ছেন; আর তিনি নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অন্যায় ও জুলুম থেকে'।

এ আয়াত প্রসঙ্গে হাসান বসরী রহ. বলেন, 'এমন কোনও সৎ কর্ম নেই, যা উক্ত আয়াতে শামিল নেই। আবার এমন কোনও অন্যায়ও নেই, যা হতে এ আয়াতে নিষেধ করা হয়নি'। আল্লাহ যেমন রাসুল ﷺ-কে ব্যাপক অর্থবোধক কুরআনের আয়াত দান করেছেন, তেমনি অল্প কথায় অধিক মর্ম উপস্থাপনের ভাষাও দিয়েছেন। এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যে হাদীসগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সেগুলো ইসলামের সামগ্রিক বিধানকে ঘিরে।

এমনই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক মৌলিক কিছু হাদীসের আলোচনা নিয়ে মাজলিস করেছিলেন আবু আমর ইবনুস সালাহ রহ.। তিনি সেখানে ছাব্বিশটি মৌলিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। বলা হতো, সমগ্র দ্বীন এ ছাব্বিশটি হাদীসে অন্তর্ভূক্ত। পরবর্তীতে ইমাম নববী রহ. দেখলেন, ব্যাপক অর্থবোধক এ হাদীসগুলোর সাথে আরো কয়েকটি হাদীস সংকলন করা যেতে পারে। তিনি আরও কয়েকটি হাদীস যুক্ত করলেন। হাদীস সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো বিয়াল্লিশে। মুসলিম বিশ্বে যুগ যুগ ধরে ইমাম নববী সংকলিত এ হাদীসগুলো 'ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস' নামে খুব সমাদৃত হয়ে আসছে। প্রতিটি আদর্শ মুসলিম পরিবারে সন্তানদের হাদীসের পাঠ দান হতে থাকে এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে।

আরও পরে, ফিকহ শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তাঁর অনুসারীদের বারংবার অনুরোধে বুঝতে পারলেন, ইমাম নববী সংকলিত বিয়াল্লিশটি হাদীসের উপর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রয়োজন। তিনি 'জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম ফি শারহি খামসিনা হাদীসাম মিন জাওয়ামিইল কালিম' নামে সহস্রাধিক পৃষ্ঠার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। এ গ্রন্থে তিনি ইমাম নববী সংকলিত বিয়াল্লিশটি হাদীসের সাথে আরো আটটি হাদীস জুড়ে দিলেন। ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী তার গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, যেহেতু সমগ্র দ্বীনকে কেন্দ্র করেই এ হাদীসগুলোর সংকলন, মনে হয়েছে সমগ্র দ্বীনকে শামিল করতে হলে আরো কয়েকটি হাদীস সংযোজন প্রয়োজন। মোট হাদীসের সংখ্যা বেড়ে হল পঞ্চাশটি।

ইবনু রজব হাম্বলি রহ. আলোচিত গ্রন্থে প্রতিটি হাদীসের আলোচনায় সালাফদের মুক্তা সদৃশ অনেক বাণীও তুলে ধরেছেন। সালাফদের দরসে যে হাদীসগুলো এবং সে সংক্রান্ত বাণীগুলো শ্রবণ করতে আমাদের মনীষীগণ মাসের পর মাস সফর করতেন, এমন অসংখ্য বাণী ইবনে রজব হাম্বলী একটি মাত্র কিতাবে একত্রিত করে দিলেন। প্রতিটি হাদীস এবং প্রতিটি বাণীই পাঠ করে পাঠকের মনে হবে, এটি তো আমারই জন্য। এটি মুখস্থ করি! নাহ! আগে এটি মুখস্থ করি! অনুবাদের সময় এবং পরবর্তীতে

যতবারই গ্রন্থটি পড়েছি, আমরা তন্ময় হয়েছি। যেন আমরা মসজিদে নববীতে বসে রাসুলের মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করছি! যেন আমি সালাফের দরসে বসে তাঁদের কথা শুনছি!

বইটি সম্পর্কে আরেকটি কথা। জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম থেকে আমরা শুধু সালাফদের তাকওয়া, তাযকিয়া তথা আত্ম পরিশুদ্ধিমূলক বাণী চয়ন করেছি। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফিকহী আলোচনা ও ইখতিলাফ উল্লেখ করি নি। ফলে আত্মগঠনে উসাহী সকলি মুসলিম ভাই-বোনের জন্যই বইটি উপকারী হবে বলে আশা রাখি।

লেখক বই লিখেন বা অনুবাদ করেন পাঠকের জন্য। বইটি সংকলন ও অনুবাদের ক্ষেত্রে বারবরই অনুভব করেছি, এ বইটি আমাদের নিজেদেরই জন্য। অধিকন্তু যদি একজন পাঠকও উপকৃত হন, তবে এ আমাদের বড় প্রাপ্তি। প্রিয় পাঠক! আপনাদের কাছে অনুরোধ, দুআ করবেন, আল্লাহ যেন আজীবনই রাসূল ও সালাফের পরশের অনুভূতি আমাদের অন্তরে জাগরুক রাখেন।

হাদীসের দরস

০১

নিয়ত হোক বিশুদ্ধ

عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عمر بْنِ الخطاب رضىَ الله عَنهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم يقولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّياتِ، وإِنَّمَا لِكُلّ امرئ ما نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى الله وَرَسولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلى الله وَرَسُولِهِ، ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيا يصِيبُها أَوْ امْرَأَةٍ ينْكِحُها فَهِجْرَتُهُ إِلى ما هاجَرَ إِليهِ

আমীরুল মুমিনীন উমর বিন খাত্তাব বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি: সমস্ত আমল বিবেচিত হয় নিয়ত অনুযায়ী। প্রতিটি মানুষ যে যা নিয়ত করে, তার জন্য সেটাই সাব্যস্ত হয়। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তার রাসুলের উদ্দেশ্যে, তো তার হিজরত বিবেচিত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিজরত করবে দুনিয়া প্রাপ্তির আশায় কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করার লালসায়, তার হিজরতের প্রাপ্তি ততটুকুই, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে। (বুখারী:১)

সালাফের দরসে

- ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, কত ছোট ছোট কাজ নিয়ত গুণে মহৎ হয়! আবার কত বড় বড় কাজ নিয়তের কারণেই তুচ্ছ হয়ে যায়!
- ফুযায়েল রহ. বলেন, আল্লাহ তোমার কাছে চান শুধু পূর্ণ নিষ্ঠা আর আমলের

শুদ্ধতা।

- সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমাকে নিয়ত থেকে জটিল কোন রোগের মুখোমুখি কখনো হতে হয় নি। কারণ, নিয়ত ঘনঘন বদলায়।
- ফুযাইল বিন ইয়ায রহ. বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আহমদ রহ. কে নিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'নিয়ত কেমন হওয়া উচিৎ?' আবু আব্দুল্লাহ বলেছিলেন, 'কেউ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন প্রথমেই নিজেকে শুধরে নেয় এবং আমলটি এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে করার সংকল্প করে।'
- ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর রহ. বলেন, তোমরা যেভাবে আমল শেখো, সেভাবে নিয়ত শিক্ষা করো। কারণ, নিয়ত আমলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- যাইদ শামী রহ বলেন, আমি ভালবাসি যে, পানাহারসহ সমস্ত কিছুতেই আমার একটা নিয়ত থাকুক।
- দাউদ তাঈ রহ. বলেন, আমি তো দেখি, সদিচ্ছার মাধ্যমেই সমস্ত সওয়াব জড়ো করা সম্ভব। কেননা সওয়াবের জন্য কোনো আমলের সদিচ্ছাই যথেষ্ট; যদিও পরবর্তিতে সে আমলটি করা আর সম্ভব না হয়।
- ইউসুফ বিন আসবাত (রহ) বলেন, আমলে দীর্ঘ সময় শ্রম দেয়ার চেয়েও আবেদের জন্য কষ্টসাধ্য হলো, নিয়তকে পচন থেকে রক্ষা করা।
- একবার নাফি বিন জুবায়ের (রহ) কে কেউ বললো, 'জানাযায় যাবেন না?' নাফি (রহ) বললেন, 'দাঁড়াও! আগে নিয়ত করে নেয়।' এরপর তিনি কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'চল'।
- মুতরাফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, বিশুদ্ধ নিয়ত আমলের শুদ্ধতার ভিত্তি আর শুদ্ধ আমলের মধ্য দিয়েই আসে আত্মার পরিশুদ্ধি।
- ইবনে আজালান (রহ) বলেন, তিনটি বিষয় ছাড়া আমল শুদ্ধ হয়না-
  ১। আল্লাহ-ভীতি বা তাকওয়া
  ২। ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত
  ৩। সহীহ পদ্ধতি
- ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. বলেন, আল্লাহ শুধুই নিয়ত আর সদিচ্ছা দেখতে চান! তিনি আরো বলেন, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হলো প্রতিটি আমলে আল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়া।

- সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তাসতুরী রহ. বলেন, মানুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ নিয়তকে খালেস রাখা। কারণ নিয়তে আল্লাহর সাথে কারো অংশীদারিত্ব চলে না।
- ইউসুফ বিন হুসাইন রহ. বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা। কত চেষ্টা করলাম, অন্তর থেকে রিয়ার শিকড় উপড়ে ফেলতে! কিন্তু দেখা যায়, রিয়া আবার নতুনরূপে গজিয়েছে।
- মুতাররাফ ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. সর্বদা দোয়া করতেন-
  হে আল্লাহ! কত বার তোমার কাছে তাওবা করেছি, 'আর অন্যায় করবো না'! অথচ আবারও সেই অন্যায়ে ফিরে গিয়েছি। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

  হে আল্লাহ! তোমার জন্য কত আমলের সংকল্প করেছি; কিন্তু আমল আর করা হয়নি। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

  হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায় কত আমল শুরু করেছি; অথচ পরে তাতে নিজের প্রবৃত্তি মিশিয়ে ফেলেছি! তাই তোমার কাছে এবং তোমারই কাছে ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা কর হে মালিক!
- কুরআনে আছে -

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'যেন আল্লাহ তোমাদেরকে যাচাই করেন, আমলের বিচেনায় তোমাদের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ'।[১]

এই আয়াত তিলাওয়াত করে ফুযাইল রহ. বলেন, আমলে শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হলো - কার আমল কত ইখলাসপূর্ণ ও বিশুদ্ধ। আমলে যদি ইখলাস থাকে, কিন্তু তা বিশুদ্ধ না হয়, সে আমল কবুল হবে না। আবার আমল যদি বিশুদ্ধ হয় কিন্তু তাতে ইখলাস না থাকে, সে আমলও গৃহিত হবে না। আমলে ইখলাস থাকতে হবে এবং তা বিশুদ্ধও হতে হবে, তবেই তা গৃহিত হবে। আমলে ইখলাস মানে শুধুই আল্লাহর জন্য করা আর বিশুদ্ধতা মানে রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে করা।

[১] সুরা মুলকঃ ২

হাদীসের
দরস

০২

আল্লাহ সাথে আছেন

عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضىَ الله عَنهُ أَيضاً قالَ : بَينَما نَحْنُ جُلُوس عِنْدَ رَسُولِ الله صَلى الله عليهِ وسَلَّم ذَاتَ يوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَينَا رَجُل شَدِيدُ بياضِ الثِّيابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لا يُرَى عَلَيه أَثَرُ السَّفَرِ، ولا يعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حتى جَلَسَ إلى النبى صَلى الله عليهِ وسَلَّم فأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إلى رُكْبَتَيهِ، وَوَضَعَ كَفَّيهِ على فَخِذَيهِ ، وَقالَ : يا محمدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلامِ؟ فَقالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليهِ وسَلَّم: الإِسْلامُ أَن تشهد أنْ لا إله إلا الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكاةَ، وَتَصُومَ رَمضَانَ، وَتحُجَّ البَيتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيهِ سَبِيلاً. قال: صَدَقْتَ، قالَ: فَعَجِبْنا لَهُ يسأَلُهُ وَيصَدِّقُهُ! قالَ: فأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ. قالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله، وَمَلائكَتِه، وكتبه، وَرُسُلِهِ، واليوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيرِه وَشَرِّهِ. قالَ: صَدَقْتَ. قالَ: فأَخْبِرْنِى عَنِ الإِحْسانِ؟ قالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كأَنَّكَ تَرَاهُ، فإِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ يرَاكَ، قال: صَدَقْتَ. قالَ: فأَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ؟ قالَ: ما المَسْئُولُ عَنْها بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، قال: فأَخْبِرْنِى عَنْ أَمارَاتِها، قالَ : أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَها وأَنْ تَرَى الحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يتَطاوَلونَ فى البنيان. ثمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيا، ثمَّ قالَ لى: يا عمرُ أَتَدْرِى مَنِ السَّائل؟ قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: هَذا جِبْرِيلُ أَتاكُمْ يعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِم.

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমরা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের মাজলিসে হাজির হলেন। তার পোশাক ছিল ধব ধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তার মাঝে না ছিল সফর করে আসার কোনো ছাপ, আর না আমাদের কেউ তাকে চিনতে পারছিলো! তিনি হাঁটু দুটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাঁটুর সাথে মিলিয়ে খুব কাছ ঘেঁষে বসলেন, হাত দু'টো রাখলেন উরুর উপর। আগন্তুক বললেন,

'হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন, রাসূল ﷺ বললেন, " ইসলাম এই যে, আপনি সাক্ষ্য দেবেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল'; আপনি সালাত কায়েম করবেন, যাকাত আদায় করবেন, রমযানে সওম পালন করবেন এবং বাইতুল্লায় যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবেন।"

আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

আগন্তুকের এ ধরনের আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম, তিনি নিজেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন, আবার তিনিই সত্যায়ন করলেন!

আগন্তুক: আচ্ছা! 'আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন',

রাসুল ﷺ বললেন, 'ঈমান হল বিশ্বাস করা

- আল্লাহকে,
- তাঁর ফেরেশতাগণকে,
- তাঁর সমস্ত কিতাবকে,
- তাঁর রাসূলগণকে,
- পরকাল দিবসকে
- ভালমন্দ যাই ঘটুক, সমস্ত তাকদীরকে।'

আগন্তুক: 'আপনি সত্য বলেছেন! এবার আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন',

রাসূল ﷺ বললেন, ইহসান হলো 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন, যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন। যদি আপনি তাকে দেখতে না পারেন, অন্তত এতটুকু অনুভূতি যেন থাকে, তিনি আপনাকে দেখছেন!

আগন্তুক: 'আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন।'

রাসুল সল্লাল্লাহু আলঅইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'যার কাছে জানতে চাওয়া হলো সে প্রশ্নকারীর চেয়ে এ বিষয়ে অধিক অবগত নয়।

আগন্তুক: 'তাহলে আমাকে কিয়ামতের কিছু লক্ষণ বলুন।

রাসুল ﷺ বললেন, 'তখন 'দাসী মনিব জন্ম দিবে; তুমি নগ্নপদের ও নগ্নদেহের গরীব মেষপালকদেরকে দেখবে, তারা সুউচ্চ দালানকোঠা নিয়ে গর্ব করছে।'

ওমর রা. বলেন, 'আগন্তুক প্রস্থান করলেন। এর কিছু পর নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে ওমর! তুমি কি জান, প্রশ্নকারী কে? 'বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ভাল জানেন।' রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তিনি হলেন জিবরাঈল (আঃ); তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।'

(মুসলিম : ০৮)

সালাফের দরসে

- জনৈক সালাফ বলেন, আল্লাহ তোমাদের উপর যেমন ক্ষমতা রাখেন তাকে তেমনই ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের যতটা কাছে, তাঁর সামনে ততটাই লজ্জাবনত হয়ে থাক ।
- বকর আল মুযানী রহ. বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার মত সৌভাগ্য আর কার আছে? জায়নামায, অজুর পানি আর আল্লাহ - এই তিনের সাথে তোমার দূরত্ব সৃষ্টি করার মত কিছু নেই! তুমি যখন ইচ্ছা, মহান আল্লাহর দরবারে প্রবেশ করতে পার! তোমার আর রবের মাঝে তখন কোন দোভাষীও থাকে না!
- একদিন মালেক বিন মুগাফফাল রহ. ঘরে একাকী বসে ছিলেন। তাকে বলা হল, 'আপনার কি নিঃসঙ্গতা অনুভব হচ্ছে না?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গ পেলে কি কেউ নিঃসঙ্গতা অনুভব করে?'
- হাবীব আবু মুহাম্মাদ রহ. ঘরে নির্জনে সময় কাটাতেন আর আল্লাহকে বলতেন, 'যদি তোমার দ্বারা কারো চোখ না জুড়ায়, তার আর কিসে চোখ জুড়াবে! তোমার সঙ্গ যে অনুভব করেনা তার আবার কিসের সঙ্গ!'
- গাযওয়ান রহ. বলেন, আমার সমস্ত প্রয়োজন একমাত্র তাঁর কাছে; একমাত্র তাঁরই নৈকট্যে আমার আত্মার প্রশান্তি।
- মুসলিম বিন ইয়াসার রহ. বলেন, নির্জনে আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত

করার স্বাদ মানুষ অন্য কিছুতে পায় না।

- মুসলিম বিন আবিদ রহ. বলেন, যদি সালাতের জন্য জামাতের বিধান না থাকতো, তবে আমৃত্যু কখনোই আমি ঘর থেকে বের হতাম না।

- মুসলিম বিন আবিদ রহ. আরো বলেন, আল্লাহর অনুগত বান্দারা নির্জনে আল্লাহর সাথে কথা বলে যে স্বাদ পায়, এতটা স্বাদ তারা আর কিছুতেই পায়না।

- একদিন তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় না, পরকালে আল্লাহকে দেখার চেয়ে মুমিন হৃদয়ের জন্য অধিক প্রশান্তিদায়ক এবং অধিক স্বাদের কোনো প্রতিদান হতে পারে।' এ কথা বলেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

- ইবরাহীম আদহাম রহ. বলেন, মুমিন হিসেবে সর্বোচ্চ মাকাম হল - তুমি আল্লাহর প্রতি পুরো মনোযোগী হবে এবং তোমার হৃদয়, অনুভূতি ও সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আল্লাহকে অনুভব করবে। এমন যেন হয়, তুমি তোমার রবের সাক্ষাৎ ছাড়া আর কিছুরই আশা রাখ না এবং তুমি তোমার পাপ ছাড়া কোন কিছুরই ভয় পাও না; আর অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা এমনভাবে গেঁথে রাখবে যে, আল্লাহর উপর কিছুকেই তুমি প্রাধান্য দিবেনা।

  যদি তোমার অবস্থা এমন হয়, তাহলে স্থল-সমুদ্র, পাহাড়- সমতল যেখানেই তুমি থাক, তোমার কোনই পরওয়া থাকবে না। তখন প্রিয়তম প্রভুর সাথে তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা হবে এমন, এ যেন শীতল পানির প্রতি পিপাসার্তের টান! কিংবা সুস্বাদু খাবারের প্রতি বুভুক্ষের আকর্ষণ! তুমি তখন অনুভব করবে, আল্লাহর স্মরণ মধু হতে সুমিষ্ট! গ্রীষ্মের দুপুরে পিপাসার্তের কাছে শীতল পানি যতটা সুপেয়, তার চেয়েও আল্লাহর যিকির হবে তোমার কাছে অধিক মধুর।

- ফুযায়েল ﵀ বলেন, কতইনা উত্তম সে ব্যক্তি, যে মানুষ থেকে নির্জনতা অবলম্বন করে আল্লাহকে সঙ্গী বানায়!

- মারুফ ﵀ বলেন, আল্লাহর উপর এমনভাবে আস্থা রাখ, যেন তিনিই তোমার অন্তরঙ্গ সঙ্গী। আর তার কাছেই তুমি পেশ করবে তোমার অনুযোগ-অভিযোগের সমস্ত মিনতি।

- যুন নূন ﵀ বলেন, আল্লাহ প্রেমিকদের নিদর্শন হলো - কোথাও তারা স্বস্তি পায়না এক আল্লাহ ছাড়া এবং আল্লাহকে পেয়ে কখনো তারা নিঃসঙ্গতা অনুভব করেনা।